দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ১ ...

টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদন

# কোচিং সেন্টার বা গাইড বইয়ের সঙ্গে জড়িতরা বোর্ডের পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট হইতে পারিবেন না

রেজানুর রহমান ॥ আগামীতে বোর্ডের পরীক্ষাসমূহে 'ফেল' বলিয়া কোন শব্দ থাকিতেছে না। কোচিং সেন্টার অথবা গাইড বইয়ের সহিত জড়িত কোন শিক্ষক অথবা কর্মকর্তা বোর্ডের পরীক্ষার সহিত কোনভাবেই জড়িত হইতে পারিবেন না। এক বছরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ভাষা পরবর্তী বছরে পুনরাবৃত্তি করা যাইবে না। বোর্ডসমূহের কর্মকান্ড আরও সচল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বদলি প্রক্রিয়া চালু করা হইবে। শিক্ষা বোর্ডসমূহের সার্বিক কার্যাবলী পরীক্ষা করার লক্ষ্যে গঠিত টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদনে এই ব্যাপারে প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, 'আগামীতে পরীক্ষায় ফেল বলিয়া কোন শব্দ থাকিবে না।' দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য ফেল শব্দটি মুছিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে একটি বিষয় ফেল করিলে তাহাকে ফেল ঘোষণা করা হয় এবং তাহাকে পরবর্তী এক বছরের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। নূতন করিয়া তাহাকে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। ফলে পুনরায় ফেলের আশংকা রহিয়া যায়। গরীব দেশের অভিভাবকদের সন্তানেরা একবার ফেল করিলে পরের বার আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে চায় না। ফলে অনেক (২য় পৃঃ দ্রঃ)

## টাস্কফোর্স

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন অকালেই ঝরিয়া যায়। তাই নিয়ম হওয়া উচিত আগামীতে যে সব শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে ফেল করিবে তাহারা পরবর্তী পরীক্ষাতে কেবলমাত্র ফেল করা বিষয় বা বিষয় গুলিতে পরীক্ষা দিবে। পূর্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিষয় সমূহের নম্বর পরবর্তী পরীক্ষায় যোগ করিয়া তাহার ফলাফল নির্ধারণ করা হইবে। ১৯৯৯ সাল হইতে এই ব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখার জন্য টাস্ক ফোর্সের সুপারিশমালায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

### কোচিং সেন্টার ও গাইড বই

পরীক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধের লক্ষ্যে কোচিং সেন্টার ও গাইড বই চর্চাকে অনুৎসাহিত করার সুপারিশ করা হইয়াছে। গাইড বই অথবা নোট বই লেখার কাজে যাহারা জড়িত থাকিবেন তাহারা কোনভাবেই পরীক্ষা কর্মকাণ্ডে জড়িত হইতে পারিবেন না। খাতা দেখার কাজেও তাহাদের অনুৎসাহিত করা হইবে।

### আন্তঃবোর্ডে বদলী প্রয়োজন

টাস্কফোর্সের সুপারিশে বলা হইয়াছে 'যদিও আন্তঃবোর্ড বদলীর ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। কর্মচারী ইউনিয়নের বেশীরভাগ নেতাই বদলীর বিরুদ্ধে। কিন্তু কর্মকর্তাগণ মনে করেন কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বদলীর বিকল্প নাই। সতর্কতার সহিত এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আন্তঃবোর্ড গঠন করা যাইতে পারে। আন্তবোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সকল বোর্ড পর্ষদ প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

### প্রসঙ্গ রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপ

টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে নূতন স্কুল/কলেজ অথবা পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার বিষয়ে অনেক অনিয়ম হইয়াছে। এই ব্যাপারে সরকারী নিয়মনীতি ভঙ্গের জন্য রাজনৈতিক চাপই প্রধানতঃ দায়ী। সুপারিশে বলা হইয়াছে, এখন হইতে নূতন স্কুল অথবা কলেজ খোলা অথবা পরীক্ষা কেন্দ্র চালুর ব্যাপারে রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপ বন্ধ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে বোর্ডসমূহের স্বায়ত্তশাসিত চরিত্র বজায় রাখিতে হইবে।

### কেজি স্কুলের উপর নিয়ন্ত্রণ জরুরী

সুপারিশ মালায় বলা হয়, দেশের কেজি অথবা নার্সারী স্কুলসমূহের উপর সরকারের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। অনেক স্কুলে বোর্ডের বই অনুসরণ ধরা হয় না। কেজি স্কুলের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। জাতীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী বইসমূহ যাহাতে এইসব স্কুলে প্রচলিত না থাকে তাহা তদারক করা প্রয়োজন। টাস্ক ফোর্স মনে করে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের পাঠ্যপুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আওতায় আনা প্রয়োজন।

### পাঁচ বছরে আর্থিক অনিয়মের সহস্রাধিক আপত্তি প্রতিবেদন

বিগত ৫ বছরে দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের আর্থিক অনিয়মের জন্য সহস্রাধিক "আপত্তি প্রতিবেদন" উত্থাপিত হইলেও কোনটিরই নিষ্পত্তি হয় নাই। একটি মহল আপত্তি তুলিয়াছে। অপর মহল 'আপত্তি' চাপা দিয়াছে। ফলে ৫ বছরে আর্থিক অনিয়মের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১১ কোটি টাকা। ৫ বছর আর্থিক অনিয়মের জন্য ঢাকা বোর্ডে ২০৬, রাজশাহী বোর্ডে ১৫৩, কুমিল্লা বোর্ডে ১৮৮, যশোর বোর্ডে ১৫০, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ১৪৫, এনসিটিবিতে ১০৭, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ৭৫টি আপত্তি প্রতিবেদন উত্থাপন করা হইয়াছে। অথচ একটি আপত্তিরও নিষ্পত্তি হয় নাই।